একটি মাসিক 'ই' সাময়িকী
পদক্ষেপ বার্তা
বর্ষ: ১৪ । সংখ্যা: ১৩৯ । সেপ্টেম্বর ২০২৪
www.padakhep.org

'এসডিজি' ব্র্যান্ড চ্যাম্পিয়ন ২০২৪ অ্যাওয়ার্ড পেলো 'পদক্ষেপ'

"এক ইন্ডাস্ট্রির উৎপাদন বর্জ্য যখন অন্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার কাঁচামালে পরিণত হয় তখন এটি একটি টেকসই বৃত্তাকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করে। বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরামের এই ধরনের আয়োজন এবং স্বীকৃতি আমাদেরকে আরো অনুপ্রাণিত করবে।

"সম্ভাবনার ক্ষমতায়নে সাম্যে গড়া টেকসই ভবিষ্যতের লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলা 'পদক্ষেপ' মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র এর এই সাফল্যে ধন্যবাদ জানাই আপনাদের সকলকে।

'এসডিজি' ব্র্যান্ড চ্যাম্পিয়ন অ্যাওয়ার্ডসের দ্বিতীয় সংস্করণে (২০২৪) দেশের ৩৯টি টেকসই উদ্যোগকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। আকিজ-বশির গ্রুপের সৌজন্যে আয়োজিত এ সম্মাননার মূল লক্ষ্য হচ্ছে, টেকসই উন্নয়নের জন্য কাজ করা প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বীকৃতি দেওয়া। অনুষ্ঠানে ১৬টি বিজয়ী ও ২৩টি অনারেবল মেনশন পাওয়া ব্র্যান্ডকে সম্মাননা দেওয়া হয়।

বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরাম (বিবিএফ) আয়োজিত দ্বিতীয় এসডিজি ব্র্যান্ড চ্যাম্পিয়ন অ্যাওয়ার্ড-২০২৪ প্রদান অনুষ্ঠানে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে ভূমিকা রাখার জন্য SDG Brand Champion in Responsible Consumption and Production ক্যাটাগরিতে ২টি শ্রেষ্ঠ পুরস্কার অর্জন করেছে 'পদক্ষেপ'। গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় রাজধানীর লা মেরিডিয়ান হোটেলে আয়োজিত জমকালো অনুষ্ঠানে 'রিসাইকেল বার্ন অয়েল থেকে সাবান উৎপাদন' এবং 'পরিবেশবান্ধব উপায়ে লবণ উৎপাদন' কার্যক্রমের উপর পদক্ষেপকে দুটি সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

'রিসাইকেল বার্ন অয়েল থেকে সাবান উৎপাদন' প্রকল্পটির মাধ্যমে রেস্টুরেন্ট এবং রাস্তার খাবারের দোকানে ব্যবহারের পর যে পরিত্যক্ত রান্নার তেল (Waste Cooking Oil) থাকে, সেটিকে সংগ্রহ করে পরিবেশবান্ধব সাবানে রূপান্তরিত করা হয়। এই প্রকল্পটির পরিত্যক্ত ও অস্বাস্থ্যকর তেল নিষ্কাশনের জন্য একটি টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা তৈরি করেছে, যা পরিবেশগত দূষণ ও জনস্বাস্থ্য ঝুঁকি মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। অপরদিকে 'পরিবেশবান্ধব উপায়ে লবণ উৎপাদন' প্রকল্পটি প্রচলিত প্লাস্টিকের শিটে লবণ চাষ পদ্ধতির পরিবর্তে ট্রে ও জিগজ্যাগ পদ্ধতি ব্যবহার করে সরাসরি সমুদ্রের পানি থেকে লবণ উৎপাদনে একটি টেকসই ও পরিবেশ বান্ধব ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করেছে। যার ফলশ্রুতিতে লবণ চাষে একদিকে যেমন প্লাস্টিকের ব্যবহার ৬০% কমিয়েছে এবং অপরদিকে উৎপাদন খরচও ৩০% হ্রাস করেছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে পুরস্কার প্রদান করেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। প্রধান অতিথির কাছ থেকে 'পদক্ষেপ' এর প্রোগ্রাম উইং এর যুগ্ম পরিচালক মোঃ মনিরুজ্জামান সিদ্দিক এ সম্মাননা গ্রহণ করেন। প্রধান অতিথি বলেন, 'এসডিজি অর্জনে আমাদের সবাইকে আরও সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে। সে ক্ষেত্রে এসব সম্মাননা কেবল অর্জনের স্বীকৃতি নয়; বরং সহযোগিতা ও প্রতিশ্রুতির বাস্তব উদাহরণ।'

বাংলাদেশের অন্যতম শীর্ষ জাতীয় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা 'পদক্ষেপ' সমগ্র দেশব্যাপী সম্ভবনার ক্ষমতায়নে সাম্যে গড়া টেকসই ভবিষৎ নির্মাণের লক্ষ্যে ১৯৮৬ সাল থেকে সমন্বিত উন্নয়ন কৌশল (Holistic Development Approach) এর আলোকে দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের মাধ্যমে অভিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে সেবা প্রদান করে আসছে।

বন্যা প্রভাবিত অঞ্চলে জরুরি সহায়তা প্রদানে 'পদক্ষেপ' ও 'দারাজ' এর ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা

বাংলাদেশের বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ুর কারণে প্রায় প্রতিবছরই বন্যার সম্মুখীন হতে হয়। এই বন্যা সবদিকেই বাংলাদেশের জনগণের জন্য এক ভয়াবহ দুর্যোগ ও বিপর্যয় বয়ে আনে। সাম্প্রতিক বন্যা পরিস্থিতি মোকাবেলায় 'পদক্ষেপ' ও 'দারাজ' একসাথে ত্রাণ কার্যক্রমে কাজ করেছে। এই সহযোগিতার লক্ষ্যে কুমিল্লা সদর, বুড়িচং, চৌদ্দগ্রাম, ফেনী সদর, ছাগলনাইয়া, পরশুরাম, দাগনভুইয়া, সোনাগাজী এবং কাবিরহাট অঞ্চলের বন্যা-প্রভাবিত এলাকায় জরুরি সহায়তা প্রদান করা হয়।

'পদক্ষেপ' ত্রাণ সামগ্রী বিতরণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারদের মধ্যে প্রয়োজনীয় সহায়তা নিশ্চিত করছে। এই উদ্যোগ প্রাকৃতিক দুর্যোগের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সমন্বিত কার্যক্রমের গুরুত্বকে তুলে ধরে। 'পদক্ষেপ' তার অভিজ্ঞতা ও নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জীবনযাত্রায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

'আরএমটিপি' এর আওতায় লিড ফার্মার ও মৎস্য চাষিদের উত্তম মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রকল্পের ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

ইফাদ এবং ড্যানিডা এর অর্থায়নে, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় এবং 'পদক্ষেপ' কর্তৃক বাস্তবায়িত রুরাল মাইক্রো-এন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট (আরএমটিপি) এর উপ-প্রকল্প "নিরাপদ মৎস্য পণ্য উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণ"এর আওতায় গত ৮ ও ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে গোপালগঞ্জ সদর ও টুঙ্গিপাড়া উপজেলায় উত্তম মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। অত্র এলাকার ৪০ জন লিড ফার্মাররা উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা বিজন কুমার নন্দী ও সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার দেবাশিষ বাছাড় এবং 'পদক্ষেপ' এর প্রধান কার্যালয়ের মাইক্রোফাইন্যান্স অপারেশন বিভাগের উপ-পরিচালক খন্দকার মুক্তার হোসেন। এছাড়া অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট জোনের জোনাল ম্যানেজার শফিকুল ইসলাম, এরিয়া ম্যানেজার মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মোঃ নাসির উদ্দিন, ফ্রিল্যান্সার প্রশিক্ষক খালেদ বিন বাশার, প্রকল্পের ফোকাল পারসন ও সহকারী পরিচালক মো. রফিকুল ইসলাম, প্রকল্পের ভিসিএফ কৃষিবিদ মোঃ লেমন মিয়া, টুঙ্গিপাড়া ব্রাঞ্চের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মোঃ রবিউল ইসলাম ও প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীবৃন্দ।

এছাড়াও সেপ্টেম্বর মাসে গোপালগঞ্জ জেলার গোপালগঞ্জ সদর, টুঙ্গিপাড়া, কোটালীপাড়া, কাশিয়ানী ও মুকসুদপুর এই ৫টি কর্মএলাকার মৎস্য চাষিদের নিয়ে মোট ২৭টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পের কর্মীদের পরিচালনায় প্রশিক্ষণগুলোতে সর্বমোট ৬৭৫ জন মৎস্য চাষি অংশগ্রহণ করেন। উক্ত প্রশিক্ষণগুলোর আওতায় চাষিদের পুকুর প্রস্তুতকরণ, পোনা বাছাইকরণ, পুকুরে প্রিবায়োটিক ও প্রোবায়োটিকের সঠিক ব্যবহার, মাছের খাদ্য নির্বাচন ও মাছ পরিচর্যাসহ মাছের সঠিক বাজারজাতকরণ ও নিরাপদ মৎস্য পণ্য উৎপাদন বিষয়ে সার্বিক জ্ঞান ও ধারণা প্রদান করা হয়।

পাশাপাশি গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে উক্ত প্রকল্পের আওতায় একটি ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রকল্পের ভিসিএফ কৃষিবিদ মোঃ লেমন মিয়া এবং সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার গোপালগঞ্জ এরিয়ার সিনিয়র ব্যবস্থাপক ও এরিয়া ম্যানেজার মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, গোপালগঞ্জ ব্রাঞ্চের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মোঃ নাসির উদ্দিনসহ প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ। উক্ত সভায় আসন্ন আইসিটি ট্রেনিং, ট্রেনিং এর সদস্য নির্বাচন, জেলা ও উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাদের সাথে সমন্বয় করে কর্মকাণ্ড সম্পাদন ও তিন মাসের কর্মপরিকল্পনা ও কাজ সম্পাদনের রূপরেখা তৈরি সহ প্রকল্পের সার্বিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

'আরএমটিপি' এর আওতায় দ্রুত বর্ধনশীল নার্সারি (কার্প-গলদা), বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদান, রেডি টু ইট ও প্রোবায়োটিক প্রদর্শনী স্থাপন

'আরএমটিপি' প্রকল্পের "নিরাপদ মৎস্য পণ্য উৎপাদন এবং বাজারজাতকরণ"এর আওতায় গোপালগঞ্জ সদরের ২ জন ও কোটালীপাড়া উপজেলার ৬ জন মৎস্য চাষিকে দ্রুত বর্ধনশীল মাছ (কার্প-গলদা) এর পিএল নার্সিং এর জন্য প্রত্যেককে ২৫ হাজার টাকার অনুদান সহায়তা প্রদান করা হয়। উক্ত সহায়তা দিয়ে চাষিরা মাছের রেনু, জাল, মাছের খাবার ক্রয় ও প্রচারণামূলক ব্যানার স্থাপন করবেন। এছাড়া বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে গোপালগঞ্জ সদরের ১ জন ও কোটালীপাড়ার ৪ জন চাষির প্রত্যেককে ২০ হাজার টাকা অনুদান সহায়তাও প্রদান করা হয়। পাশাপাশি গোপালগঞ্জ সদরের ১ জন মৎস্য চাষিকে রেডি টু কুক মৎস্য পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে ৫০ হাজার টাকা অনুদান সহায়তা ও একই এলাকার ১ জন মৎস্য চাষিকে প্রোবায়োটিক প্রদর্শনী স্থাপনের লক্ষ্যে ৩৫ হাজার টাকার অনুদান সহায়তা প্রদান করা হয়। চাষিরা জানান প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে তথা গোপালগঞ্জ জেলার মৎস্য চাষের সুদূরপ্রসারী ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে তারা সবসময় সংকল্পবদ্ধ। 'পিকেএসএফ' এর কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় 'পদক্ষেপ' কর্তৃক বাস্তবায়িত 'আরএমটিপি' প্রকল্পে প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন হবে, এ্যামোনিয়া দূর করবে এবং মাছের মৃত্যুহার ও মাছ উৎপাদনে খরচ কমবে।

বৈষম্যহীন ও প্রগতিশীল দেশ গড়ার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র উদ্যোগের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 'রেইজ' প্রকল্পের সমন্বয় সভায় 'পিকেএসএফ' এর ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক

মানুষের দক্ষতা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে আয় বৃদ্ধি ও তার সাথে ব্যয়ের ভারসাম্য না থাকলে পুঁজি গঠন সম্ভব হয় না। পুঁজি গঠন না হলে সম্পদ সৃষ্টি হয় না। এতে লক্ষিত জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে বের হতে পারে না। এ জন্য প্রয়োজন দক্ষতার সাথে পুঁজির সংযোগ এবং ক্ষুদ্র উদ্যোগে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি। বৈষম্যহীন ও প্রগতিশীল দেশ গড়ার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র উদ্যোগের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গত ৩ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে 'পিকেএসএফ' ভবনে অনুষ্ঠিত 'রেইজ' প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও করণীয় বিষয়ক সমন্বয় সভায় 'পিকেএসএফ' এর ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের এ মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, রেইজ প্রকল্প ডিজিটালাইজেশনের আওতায় সাইকমেট্রিক প্রোফাইলিং এর মাধ্যমে নতুন উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা যাচাইয়ের মাধ্যমে তাদের পুঁজির চাহিদা পূরণে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

সভায় 'পিকেএসএফ' এর মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ও 'রেইজ' প্রকল্পের সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার চক্রবর্তী স্বাগত বক্তব্যে বলেন, প্রকল্পটি ছোট উদ্যোগে মানব সক্ষমতা বিকাশের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের অর্থায়নের পাশাপাশি সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। পাশাপাশি 'ওস্তাদ-সাগরেদ' মডেলে শিক্ষানবিশি কার্যক্রমের আওতায় বেকার তরুণদের হাতে-কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে উদ্যোক্তা তৈরি করছে।

অনুষ্ঠানে প্রকল্প বিষয়ে মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন 'পিকেএসএফ' এর মহাব্যবস্থাপক মির্জা মুহাঃ নাজমুল হক এবং উপ-মহাব্যবস্থাপক মোঃ আশরাফুল হক। এছাড়া 'পিকেএসএফ' এর ব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ও উপ-প্রকল্প সমন্বয়কারী গোলাম জিলানী 'রেইজ প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি' বিষয়ক এবং উপ-প্রকল্প সমন্বয়কারী এস এম খালেদ মাহফুজ 'ডিজিটাল তথ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক পর্যবেক্ষণ ও করণীয়' শীর্ষক উপস্থাপনা প্রদান করেন। সভায় 'রেইজ' প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট এর অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম বিষয়ক উপস্থাপনা প্রদান ও আলোচনা করেন।

উক্ত সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'পিকেএসএফ'এর কার্যক্রম বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ, 'পদক্ষেপ' এর রেইজ প্রকল্পের ঋণ কার্যক্রম এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও উপ-পরিচালক মোঃ আবুল কালাম আজাদ এবং প্রকল্পের সমন্বয়কারী মোছাঃ ফাহমিদা বেগমসহ 'রেইজ' প্রকল্পের মোট ৭০টি সহযোগী সংস্থার ফোকাল পার্সন ও সমন্বয়কারী। উল্লেখ্য, পিকেএসএফ ও বিশ্বব্যাংক এর যৌথ অর্থায়নে ফেব্রুয়ারি ২০২২ হতে পাঁচ বছর মেয়াদি Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE) প্রকল্প বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ১ লক্ষ ৯২ হাজার তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন করা হচ্ছে। 'পদক্ষেপ' দেশের ১০টি জেলার ২৫টি উপজেলায় শহর ও উপ-শহর এলাকার 'রেইজ' প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। 'পিকেএসএফ' এর সহযোগিতায় পরিচালিত ঋণ কার্যক্রমভুক্ত পরিবারের তরুণ সদস্য, তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে পড়া ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও তার পরিবার এবং সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী যেমন: দলিত, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, চর, হাওড়, পার্বত্য অঞ্চল, চা বাগান ও উপকূলীয় এলাকা এবং প্রতিবন্ধী তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ 'রেইজ' প্রকল্পের লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী।

'রেইজ' প্রকল্পের স্বল্প-আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা/ব্যবসায়ীদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

প্রকল্পের ২ নং কম্পোনেন্ট এর আওতায় "স্বল্প-আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা/ব্যবসায়ীদের ব্যবসা/উদ্যোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন (অগ্রসর-রেইজ ঋণ) ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নসহ ও তাদের ব্যবসায়িক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ১৬ দিন/৯৬ ঘন্টার (প্রতিদিন ৬ ঘন্টা) 'Business Management and Entrepreneurship Development' ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন" বিষয়ক ২০টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে এবং সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে সংস্থার ৫টি ব্রাঞ্চে (মিরপুর, মোহাম্মদপুর সদর, আশকোনা, কামরাঙ্গিরচর, ও শ্রীপুর) মোট ৫টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগ উন্নয়ন (১৬দিন/৯৬ ঘন্টার/২ মাস) প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি মোট ৪টি পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, সাধারণ ব্যবসা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ (মোট ২০ ঘন্টা/৪ দিন); জীবন দক্ষতা উন্নয়ন" বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং মাঠ পরিদর্শন (৪০ ঘন্টা/৬ দিন); ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবসায় ধারাবাহিকতা (১২ ঘন্টা/২ দিন); বিষয়ভিত্তিক/কারিগরি বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং মাঠ পরিদর্শন (২৪ ঘন্টা/৪ দিন) এবং বিষয়ভিত্তিক/কারিগরি বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং মাঠ পরিদর্শন (২৪ ঘন্টা/৪ দিন)।

'রেইজ' প্রকল্পের কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা/ব্যবসায়ীদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

প্রকল্পের ১ নং কম্পোনেন্টের আওতায় কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পুনরায় সচল রাখার লক্ষ্যে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি অর্থাৎ উদ্যোগ/ব্যবসায়ে ঝুঁকি মোকাবেলা ও সফলতা অর্জনের জন্য ৩ দিনব্যাপী 'ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবসায় ধারাবাহিকতা' বিষয়ক মোট ৮৫টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশিক্ষণগুলো কর্ম-এলাকার ১০টি জেলার ১৫টি উপজেলায় ১৮টি ব্রাঞ্চের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য ছিলো, ব্যবসায়ে পরিকল্পনা; আর্থিক ব্যবস্থাপনা (আয়-ব্যয়ের হিসাব); ব্যবসায় ঝুঁকি বিশ্লেষণ করা; ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পদক্ষেপ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; সুষ্ঠু পরিকল্পনা মাফিক ব্যবসা পরিচালনা করা এবং ব্যবসাকে ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে নেয়া।

উক্ত 'রেইজ' প্রকল্পের কর্মীবৃন্দ প্রশিক্ষণগুলোতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেন।

'রেইজ' প্রকল্পের "শিক্ষানবিশি (Apprenticeship)" কার্যক্রম

সেপ্টেম্বর ২০২৪ মাসে শিক্ষানবিশি কার্যক্রমটি প্রকল্পের আওতাভুক্ত মিরপুর ও মোহাম্মদপুর কর্মএলাকায় বাস্তবায়িত হয়েছে। উল্লেখ্য, উক্ত শিক্ষানবিশি কার্যক্রমটি ১ মে ২০২৪ তারিখ থেকে ৩য় ব্যাচের শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণে ৫১ জন এমসিপি/গুরু এর অধীন ১০৩ জন শিষ্যের অংশগ্রহণে শুরু হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি আগামী ৩১ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে শেষ হবে।

শিক্ষানবিশি কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হলো, প্রকল্পের আওতায় স্বল্প-আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ-তরুণীদের মাস্টার ক্রাফট-পার্সন/দক্ষ ও অভিজ্ঞ কারিগরের অধীনে অনানুষ্ঠানিকভাবে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি; মজুরিভিত্তিক এবং স্ব-কর্মসংস্থানে সহায়তার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন। প্রকল্পের ৩টি কর্মএলাকায় উক্ত কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, কর্মএলাকাগুলো হলো মৌচাক, মিরপুর ও মোহাম্মদপুর। উক্ত এলাকাসমূহে ইতিমধ্যে ২য় ব্যাচের মোট ৮৪ জন মাস্টার ক্রাফট-পার্সন/দক্ষ ও অভিজ্ঞ কারিগরের অধীনে ১৬৭ জন শিষ্য/ শিক্ষানবিশকে গুরু-শিষ্য পদ্ধতিতে বিভিন্ন ট্রেডে ৬ মাসব্যাপী কারিগরি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। যেসব ট্রেড-এর উপর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান সেগুলো হলো- "গ্রাফিক ডিজাইন, রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং, স্মল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেটাল ওয়ার্কস, আইটি সাপোর্ট টেকনিশিয়ান, মোবাইল ফোন সার্ভিসিং, কনজুমার ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল ইন্সটোলেশন অ্যান্ড মেইনটেনেন্স, মোটর সাইকেল সার্ভিসিং, ফ্যাশন গার্মেন্টস/ড্রেস মেকিং ও টেইলারিং, সেলাই মেশিন অপারেশন, বেকিং ও পেস্ট্রি প্রিপারেশন, হাউজকিপিং, ফুড অ্যান্ড বেভারেজ সার্ভিসিং এবং কার্পেনট্রি ইত্যাদি"। অংশগ্রহণকারীরা উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে সামগ্রিকভাবে শিল্পের উৎপাদন ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে এবং তাদের কর্মপরিবেশের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সাথে একাত্মতা প্রকাশের সুযোগ ঘটবে।

সমাজভিত্তিক সমন্বিত শিশুযত্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ ও সুরক্ষা এবং সাঁতার সুবিধা প্রকল্পের 'বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু সপ্তাহ' উদযাপন

"প্রতিটি শিশুর অধিকার, রক্ষা আমাদের অঙ্গিকার" প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ শিশু অ্যাকাডেমির সহযোগিতায় 'পদক্ষেপ' কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সমাজভিত্তিক সমন্বিত শিশুযত্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ ও সুরক্ষা এবং সাঁতার প্রদান প্রকল্পের আওতায় 'বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২৪' এর শুভ উদ্বোধন করা হয়। গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে লক্ষ্মীপুর এবং ভোলা জেলায় 'বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ উপলক্ষে ২টি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। লক্ষ্মীপুর জেলার জেলা প্রশাসন ও বাংলাদেশ শিশু অ্যাকাডেমি কর্তৃক জেলা প্রশাসন সম্মেলন কক্ষে লক্ষ্মীপুর জেলার অনুষ্ঠানটি হয়। অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন লক্ষ্মীপুর জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রাজীব কুমার সরকার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, "আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। এই শিশুদের সুস্থ্যভাবে বেঁচে থাকার অধিকার শিশু সুরক্ষার সর্ব প্রথম ধাপ। শিশু সুরক্ষায় শিশুদের বেঁচে থাকার অধিকার সর্বাগ্রে। তাই তাদের জন্য নিশ্চিত করতে হবে সুন্দরভাবে বেড়ে উঠার পরিবেশ।

লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা ও সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিতে হবে"। উক্ত অনুষ্ঠানে লক্ষ্মীপুর জেলায় বাস্তবায়িত 'আইসিবিসি' প্রকল্পের পক্ষ থেকে শিশুযত্ন কেন্দ্রের ১-৫ বছরের নিচের ৪০ জনের বেশি শিশুসহ অভিভাবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, 'পদক্ষেপ' এর লক্ষ্মীপুর জেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম সমন্বয়কারী মিনহাজ হাসান সুজন।

অন্যদিকে 'বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২৪ উপলক্ষে ভোলা জেলার জেলা প্রশাসন ও বাংলাদেশ শিশু অ্যাকাডেমি জেলা প্রশাসকের সভা কক্ষে আরও একটি অনুষ্ঠান পালন করেন। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ভোলা জেলার জেলা প্রশাসক ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ আজাদ জাহান। এ সময় তিনি বলেন, "আমাদের কাছে মেয়ে ও ছেলে উভয়ই শিশু, তারা সকলেই সমান গুরুত্বপূর্ণ। শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা থেকে শুরু করে যাবতীয় ব্যবস্থা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে আমরা করতে চাই"। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার মোহাম্মদ শরীফুল হক, শিশু অ্যাকাডেমির পিএম আক্তার হোসেন ও এপিএম মোঃ মোরশেদ আলী। বিশেষ অতিথিরা শিশুর অধিকার, সুরক্ষা এবং শিশুর উন্নয়ন ও বিকাশে সংশ্লিষ্ট সবাইকে অধিকতর উদ্যোগী ও সচেতন করার লক্ষ্যে কাজ করতে বলেন। সভায় ভোলা জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোঃ মনজুর হোসেন এর সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শিশুযত্ন কেন্দ্রের ১ থেকে ৫ বছরের নিচের শিশুসহ অভিভাবকবৃন্দ, বিভিন্ন পর্যায়ের শিশু, প্রকল্পের ভোলা জেলার পিসি ও এপিসি, সাংবাদিকবৃন্দ এবং এলাকার গুণীজন।

'পদক্ষেপ' কর্তৃক সমাজভিত্তিক সমন্বিত শিশুযত্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ ও সুরক্ষা এবং সাঁতার প্রদান প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে শিশুর বিকাশ, নিরাপত্তা, সুরক্ষা ও মৃত্যু ঝুঁকি কমিয়ে আনা এবং ৬-১০ বছর বয়সী শিশুদের নিরাপদ সাঁতার প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের পানিতে ডুবে যাওয়া থেকে সুরক্ষা প্রদান করা।

'আইসিবিসি' প্রকল্পের সহকারী যত্নকারীর মৌলিক প্রশিক্ষণ

"শিশুরাই রত্ন, করবো যত্ন" এই স্লোগানকে সামনে রেখে বাংলাদেশ শিশু অ্যাকাডেমি সমাজভিত্তিক সমন্বিত শিশু যত্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ ও সুরক্ষা প্রদান (আইসিবিসি) প্রকল্পের আওতায় 'পদক্ষেপ' কতৃক বাস্তবায়নাধীন নরসিংদী, চাঁদপুর, ভোলা ও লক্ষ্মীপুর জেলার ১০ উপজেলা সহ দেশের ১৬টি জেলায় সরকার চালু করছে শিশু যত্ন কেন্দ্র। 'পদক্ষেপ' কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন (আইসিবিসি) প্রকল্পের নরসিংদী, চাঁদপুর, ভোলা এবং লক্ষ্মীপুর জেলার ১০ উপজেলায় গত সেপ্টেম্বর মাসে পাঁচদিন ব্যাপী চাঁদপুরে দুই ধাপে শিশুযত্ন কেন্দ্রের সহকারী যত্নকারীদের ৩৯টি ব্যাচে মোট ১০০০ জনের, নরসিংদী জেলায় ২০টি ব্যাচে মোট ৫০০ জন, ভোলায় ২০টি ব্যাচে মোট ৫০০ জন এবং লক্ষ্মীপুর জেলায় ২০টি ব্যাচে মোট ৫০০ জনের মৌলিক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একজন সহকারী যত্নকারী কীভাবে "শিশু যত্ন কেন্দ্র" পরিচালনা করবেন তা হাতে-কলমে শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণটি দুইটি ধাপে সম্পন্ন হয়েছে। প্রথম ধাপে ছিল শিশু যত্ন কেন্দ্র বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ও পরিচালনা পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি এবং দ্বিতীয় ধাপটি ছিল প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা পদ্ধতি। প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করার পরে সহকারী যত্নকারী শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ সম্পর্কিত বিষয়ভিত্তিক অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা এবং কেন্দ্র পরিচালনার দিকনির্দেশনা কাজে লাগিয়ে শিশুযত্ন কেন্দ্রের যাবতীয় কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনা করতে সক্ষম হবেন। প্রশিক্ষণটি পরিবীক্ষণে ও সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন কার্যক্রম সমন্বয়কারী, ইসিসিডি অফিসার ও সিসিসি সুপারভাইজারগণ।

এছাড়া নরসিংদী মনোহরদী উপজেলায় সহকারী যত্নকারীদের মৌলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা খলিলুর রহমান। এ সময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা শিশু অ্যাকাডেমির সহকারী প্রোগ্রাম ম্যানেজার মোছাঃ বিউটি পারভীন। পরিদর্শন কালে তাঁরা সহকারী যত্নকারীদের সাথে কথা বলেন এবং প্রকল্পটি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। পাশাপাশি চাঁদপুরে সহকারী যত্নকারীদের মৌলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন চাঁদপুর জেলা শিশু অ্যাকাডেমির সহকারী প্রকল্প ব্যবস্থাপক এটিএম আজিমুজ্জামান এবং সিআইপিআরবি থেকে মনিটরিং এ ছিলেন মাস্টার ট্রেইনার জান্নাতুল ফেরদৌসী। ট্রেনিং এর পাশাপাশি তাঁরা প্রকল্পের বিভিন্ন সেন্টার এবং একই সাথে সাঁতার প্রশিক্ষণের পুকুর পরিদর্শন করেন। উল্লেখ্য, প্রতিটি কেন্দ্রে ২৫ জন নারী সহকারী যত্নকারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং প্রশিক্ষণ শেষে গ্রামের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ১-৫ বছর বয়সী শিশুদের নিরাপত্তার পাশাপাশি মানসিক ও শারীরিক বিকাশে কাজ করবে। উপস্থিত সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণটি শেষ হয়।

জলবায়ু সহনশীল হাওর প্রকল্পের স্টেকহোল্ডার পরামর্শ বিষয়ক কর্মশালা

বাংলাদেশে হাওর অঞ্চলে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জন্য পল্লী-কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও জার্মান উন্নয়ন সংস্থা (জিআইজেড) এর অর্থায়নে 'পদক্ষেপ' কর্তৃক সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ উপজেলার লম্বাবাঁক হাটিতে "Climate-resilient Infrastructure for Sustainable Community Life in The Haor Region of Bangladesh Project" এর বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। 'পদক্ষেপ' কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পের আওতায় গত ৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে সুনামগঞ্জের শান্তিগঞ্জে 'এফআইভিডিবি' ট্রেনিং সেন্টারে জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো উন্নয়ন নিয়ে দিনব্যাপি স্টেকহোল্ডার পরামর্শ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় অতিথিরা হাওর অঞ্চলের জলবায়ু সহনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়নের বিভিন্ন কৌশল নিয়ে আলোচনা করেন। বিশেষ করে বন্যা সহনশীল ঘরবাড়ি নির্মাণ, টেকসই বাঁধ এবং পানি সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন নিয়ে কথা হয়। বক্তারা একই সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব মোকাবিলায় টেকসই অবকাঠামোর ভূমিকা এবং প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করার উপরও জোর দেয়া হয়। 'পিকেএসএফ' এর প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর প্রকৌশলী মোঃ তারিকুল ইসলাম চলমান কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের উপর একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন। এতে কমিউনিটির সহনশীলতা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন কৌশল উপস্থাপন করেন। 'পদক্ষেপ' প্রোগ্রাম উইং এর যুগ্ম পরিচালক মোঃ মনিরুজ্জামান সিদ্দীক বর্তমান কাজের অগ্রগতি এবং 'পদক্ষেপ' এর ভূমিকা তুলে ধরেন। আলোচনায় ভবিষ্যতের জলবায়ু চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো সক্ষম হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে এই প্রকল্পগুলোর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে যুক্ত করার উপর জোর দেয়া হয়। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের উন্মুক্ত আলোচনায় উঠে আসে কীভাবে স্থানীয় জনগণকে সরাসরি যুক্ত করলে প্রকল্পগুলোর কার্যকারিতা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।

সমাপনী বক্তব্যে 'পিকেএসএফ' এর পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রকল্পের মহাব্যবস্থাপক ডাঃ আ.ক.ম. নুরুজ্জামান বলেন, জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো গড়ে তোলার এই উদ্যোগগুলো হাওর অঞ্চলের মানুষের নিরাপত্তা ও স্থায়ী উন্নয়নের ভিত্তি গড়ে তুলবে এবং সরকারি, বেসরকারি ও এনজিও গুলোর যৌথ প্রচেষ্টায় এই উদ্যোগগুলো কার্যকর হবে এবং একটি টেকসই ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করবে।

কর্মশালায় দাতা সংস্থা 'জিআইজেড' ও 'পিকেএসএফ' এবং কারিগরি সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান The Centre for Environmental and Geographic information Services (CEGIS) এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, সুনামগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, জামালগঞ্জ ও দিরাই উপজেলার নির্বাহী অফিসার, পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও ইঞ্জিনিয়ারসহ বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ, স্থানীয় সাংবাদিক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া 'পদক্ষেপ' এর প্রোগ্রাম উইং এর ম্যানেজার ও ক্লাইমেট-রেজিলিয়েন্ট হাওর প্রজেক্টের ফোকাল পার্সন মাসুমা আহমেদ কণা, বি-বাড়িয়া জোনের সহকারী পরিচালক ও জোনাল ম্যানেজার, সংশ্লিষ্ট এরিয়া ও ব্রাঞ্চ ম্যানেজার এবং প্রকল্পের প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর, প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার, একাউন্টস অফিসার, প্রজেক্ট অফিসারগণ ও এলাকার স্থানীয় জনপ্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

'সিটিএম' প্রকল্প বিষয়ক অবহিতকরণ কর্মশালা

'সিটিএম' প্রজেক্ট, মিঠামইন এ ওপিসি গঠন কার্যক্রম শুরুর লক্ষ্যে ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখ মিঠামইন উপজেলার কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও উপজেলা কৃষি অফিসারের কার্যালয়ের হলরুমে দিনব্যাপী এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কিশোরগঞ্জ জেলা সমাজ সেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক কামরুজ্জামান খান। সভাপতিত্ব করেন 'পদক্ষেপ' প্রোগ্রাম উইং এর যুগ্ম পরিচালক ও প্রকল্পের টিম লিডার মোঃ মনিরুজ্জামান সিদ্দীক। সকলের পরিচিতির মাধ্যমে কর্মশালার কার্যক্রম শুরু হয়। এতে মিঠামইন উপজেলার সকল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি, প্যানেল চেয়ারম্যান, সংরক্ষিত মহিলা আসনের ইউপি সদস্য, ইউনিয়ন সমাজ কর্মী ও উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া Older People's Club গঠন ও এর ব্যবস্থাপনা বিষয়ক মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা করেন প্রজেক্টের প্রশিক্ষণ এক্সপার্ট ও 'পদক্ষেপ' এর সহকারী পরিচালক আয়েশা সিদ্দীকা। মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপনা শেষে বিষয়ভিত্তিক উন্মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এতে আগ্রহী উপস্থিতি তাদের মূল্যবান মতামত, জিজ্ঞাসা ও পরামর্শ তুলে ধরেন।

কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কিশোরগঞ্জ জেলার জেলা সমাজ সেবা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোঃ শহীদুল্লাহ, মিঠামইন উপজেলা কৃষি অফিসার ওবায়দুল ইসলাম খান অপু ও উপজেলা মৎস্য অফিসার রাজীব চন্দ্র দাস, উপজেলা সমবায় অফিসার সৈয়দ হোসেন, উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার ই.আ.এ মামুন মজুমদার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. মিঠুন বিশ্বাস ও উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার মোঃ শফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

অতিথিবৃন্দ তাঁদের মতামত ও বক্তব্য প্রদান শেষে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন কিশোরগঞ্জ জেলা সমাজ সেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক কামরুজ্জামান খান। তিনি মিঠামইন উপজেলায় 'সিটিএম' প্রকল্পের মতো এতো চমৎকার একটি পাইলট প্রকল্প হাতে নেয়ায় 'পদক্ষেপ' সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি পাইলট প্রকল্পটির সাফল্য কামনা করে বলেন, "এই পাইলট প্রকল্পটির সাফল্যের উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। এটি সফল হলে আগামীতে সারাদেশে প্রোগ্রাম আকারে সম্প্রসারিত হবে"। তিনি প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে সকলকে দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ করার আহবান জানান। পাশাপাশি ওপিসি গঠনে সকল প্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা করার জন্য উপজেলা সমাজ সেবা অফিসের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নির্দেশ প্রদান করেন। কর্মশালাটি সঞ্চালনা করেন প্রকল্পের ডিস্ট্রিক প্রজেক্ট অফিসার এ.এইচ.এম. আনিসুজ্জামান। প্রকল্পের টিম লিডার এর সমাপনী বক্তব্য প্রদানের মাধ্যমে কর্মশালাটি শেষ হয়।

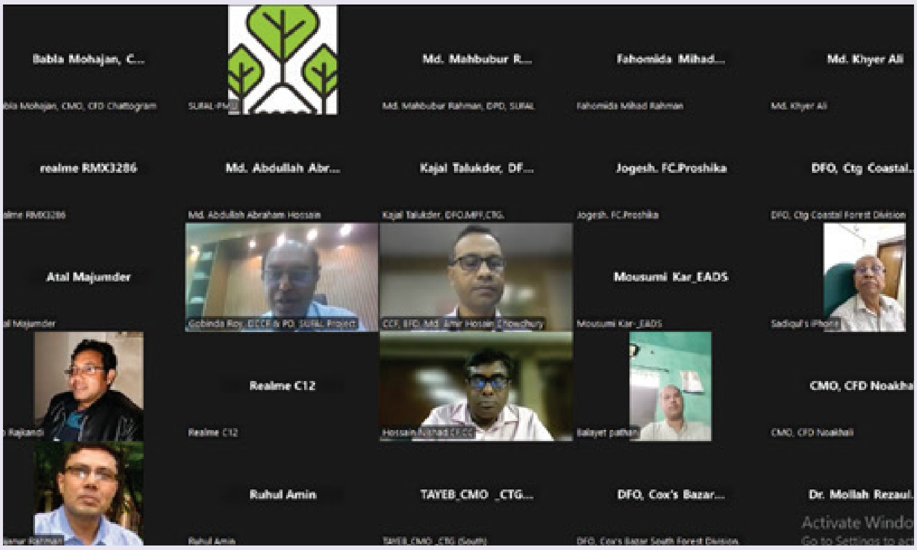

'সুফল' প্রকল্পের কমিউনিটি পর্যায়ে পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক 'টিওটি' এর সমাপ্তি কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ২৪ সেপ্টম্বর ২০২৪ তারিখে বন অধিদপ্তরের সার্বিক সহযোগিতায় এবং বিশ্ব-ব্যাংকের অর্থায়নে টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্পের "কমিউনিটি পর্যায়ে পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণ (টিওটি) এর সমাপ্তি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালাটি যৌথভাবে বাস্তবায়ন করেন এনভায়রণমেন্ট, এগ্রিকালচার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস লিমিটেড (ইএডিএস) ও 'পদক্ষেপ' এবং ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ট্রেইনিং ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড (এমটিআই)। প্রকল্প পরিচালক ও উপপ্রধান বন সংরক্ষক জনাব গোবিন্দ রায় এর সভাপতিত্বে উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান বন সংরক্ষক মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী। কর্মশালার শুরুতেই শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন এনভায়রণমেন্ট, এগ্রিকালচার এন্ড ডেভলপমেন্ট সার্ভিস লিমিটেড (ইএডিএস) এর চেয়ারম্যান ও সিইও জনাব এ.এইচ.এম সাদিকুল হক। কর্মশালায় পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন প্রদান করেন প্রকল্পের টিম লিডার কাম এনভায়রণমেন্ট স্পেশালিস্ট মৌসুমী কর। এছাড়া অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'পদক্ষেপ' প্রোগ্রাম উইং এর যুগ্ম পরিচালক মোঃ মনিরুজ্জামান সিদ্দীক, সহকারী পরিচালক আয়েশা সিদ্দীকা, প্রকল্পের জেন্ডার স্পেশালিস্ট ফাহমিদা বেগম, বন বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এবং প্রকল্পের উপকারভোগীরা। এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যই ছিল, প্রকল্পভুক্ত বনাঞ্চলে সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর বিকল্প আয়বর্ধনমূলক কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করা।

'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের 'গাইনি ও শিশু স্বাস্থ্য' এবং 'কৈশোর কালীন বিশেষায়িত স্বাস্থ্যক্যাম্প' অনুষ্ঠিত

'পদক্ষেপ' এর 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের পুষ্টি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কম্পোনেন্টের আওতায় নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম ইউনিটে ৪টি 'গাইনি ও শিশু স্বাস্থ্য' বিষয়ক এবং ২টি 'কৈশোর কালীন' বিশেষায়িত স্বাস্থ্যক্যাম্প এর আয়োজন করা হয়। উক্ত স্বাস্থ্য ক্যাম্পগুলোর মাধ্যমে ২৪ জন গর্ভবতী ও ৪১ জন প্রসূতি মা, ৯০ জন কিশোরী ও ৩২ জন প্রবীণ নারী'সহ সর্বমোট ৪৫৯ জনকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা এবং অন্যান্যদের মাঝে স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণ করা হয়। স্বাস্থ্যক্যাম্পগুলো পরিচালনা করেন যথাক্রমে নিকলী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. সজীব ঘোষ, অষ্টগ্রাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. মোঃ ইউসুফ আলী এবং ইটনা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্সের মেডিকেল অফিসার ডা. দিলরুবা সুলতানা শুভা।

'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের কিশোরী ক্লাবের মাধ্যমে ব্লাড গ্রুপিং ক্যাম্পেইন

রক্তের গ্রুপ জানা থাকলে যে কোন জরুরি সময় রোগীকে রক্তদানের ক্ষেত্রে সুবিধা হয়। পুষ্টি ও প্রাথমিক সাস্ব্যসেবা কম্পোনেন্টের আওতায় সদস্যদের বিশেষ করে গর্ভবতী নারীদের প্রসবকালীন সম্ভাব্য বিপদ এড়ানোর জন্য রক্তের গ্রুপ নির্ণয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের কর্মএলাকায় বিভিন্ন বয়সী ব্যক্তিদের রক্তের গ্রুপ নির্ণয়ের মাধ্যমে সম্ভাব্য রক্তদাতার তালিকা তৈরি করা জরুরি। তাই প্রকল্প এলাকা নিকলীতে ২টি এবং মিঠামইনে ১টি কিশোরী ক্লাবের উদ্যোগে দিনব্যাপী বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ নির্ণয় বিষয়ক ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হয়। ক্যাম্পেইনের ফলে প্রকল্পভুক্ত খানার ৩০৬ জনের গর্ভবতী ও প্রসূতি নারী, কিশোর ও কিশোরী এবং তাদের পরিবারের রক্তদানে আগ্রহী সদস্যদের রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করা হয়। এর ফলে প্রকল্প এবং প্রকল্প বহির্ভূত খানার রক্তদানে আগ্রহী ব্যক্তিদের রক্তের গ্রুপ নির্ণয়ের মাধ্যমে গ্রামভিত্তিক সম্ভাব্য রক্তদাতার তালিকা তৈরি করা সম্ভব হবে।

'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের অপুষ্ট শিশুর উঁচ্চমান ও ক্যালরি সমৃদ্ধ পুষ্টিকর খাবার তৈরির উপকরণ প্রদান

বাংলাদেশের শিশু অপুষ্টির প্রধান কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি কারণ হলো ৬-২৩ মাস বয়সী শিশুর অপর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ। আমাদের দেশের বেশিরভাগ শিশু অপুষ্টি এবং রোগ সংক্রমণের প্রতি ঝুঁকিপুর্ণ যা শিশু মৃত্যুর জন্য দায়ী। শিশুর অপুষ্টি এবং মৃত্যুর হার কমানোর লক্ষ্যে 'পদক্ষেপ' পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের আওতায় মিঠামইন এবং অষ্টগ্রাম উপ-প্রকল্প ইউনিটে পুষ্টি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কম্পোনেন্টের আওতায় ঘাগড়া, আদমপুর এবং আব্দুল্লাহপুর ইউনিয়নের ৫ জন অপুষ্ট (ম্যাম) শিশুর জন্য উঁচ্চমান ও ক্যালরি সমৃদ্ধ পুষ্টিকর সম্পূরক খাবার যেমন-পুষ্টি খিচুড়ি ও পুষ্টি হালুয়া তৈরির উপকরণ প্রদান করা হয়। উপকরণ প্রদানের পূর্বে মা'দের মাঝে পুষ্টি খিচুড়ি ও পুষ্টি হালুয়ার রেসিপি ও রন্ধন প্রণালী বর্ণনা করা হয়। উল্লেখ্য যে, এর ফলে শিশুকে মায়ের বুকের দুধের পাশাপাশি বাড়তি সম্পূরক খাবার প্রদানে শিশুর জীবন রক্ষা পাবে এবং পরবর্তী জীবনে পর্যাপ্ত মানসিক বৃদ্ধি ও শারীরিক বর্ধনে সহায়তা করবে।

'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের দম্পতি ফোরামের মাসিক সভা

'পদক্ষেপ' পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের কারপাশা এবং দামপাড়া ইউনিয়নে জেন্ডার কম্পোনেন্টের মাধ্যমে ২টি দম্পতি ফোরামের মাসিক সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো, প্রকল্পভুক্ত অতিদরিদ্র পরিবার ও সমাজের জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করা। এছাড়া অতিদরিদ্র নারী ও শিশুর জন্য উন্নত পুষ্টি সেবা নিশ্চিতকরণ এবং গর্ভধারণে সক্ষম নারী ও কিশোরীর জন্য পুষ্টি কেন্দ্রিক বিশেষ পরিসেবা সরবরাহ করা। দম্পতি ফোরামের মাসিক সভায় সর্বমোট ৪৪ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। যাদের মধ্যে ২২ জন নারী ও ২২ জন পুরুষ সদস্য। উক্ত সভায় সহকারী কারিগরি কর্মকর্তাগণ (পুষ্টি) অপুষ্টি ও জেন্ডার বৈষম্যের কারণে অপুষ্টি, খাদ্য ও পুষ্টি, গর্ভবতী ও প্রসূতি নারীর যত্নে পরিবারের সদস্যদের করণীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। সভার মাধ্যমে পরিবারে নারীর পুষ্টি সেবা নিশ্চিতকরণ, পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করা, পরিবারে ছেলে ও মেয়ে সন্তানের যত্ন ও শিক্ষায় সমান অধিকার প্রদান করা, গৃহস্থালির কাজে পুরুষদের অংশগ্রহণ, পারিবারিক বিষয় নারী ও পুরুষের যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং পরিবারে নারীর সম্মান বাড়বে।

'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের আওতায় বিভিন্ন অনুদান ও উপকরণ বিতরণ

সেপ্টেম্বর মাসে প্রকল্পের আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের আওতায় নিকলী এরিয়ার কারপাশা, গুরই ও ছাতিরচর এবং অস্টগ্রাম ও মিঠামইন উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে 'ফিশিং গিয়ার তৈরি ও বিপণন' বিষয়ক ১৭ জন অতিদরিদ্র সদস্যদের মাঝে ডিঙ্গি নৌকা, ঝাকি জাল এবং ০৮ জন অতিদরিদ্র সদস্যকে জাল তৈরির জন্য সুতা, সুই, বাঁশ, ফ্রেম, জালের রশি, ছুড়ি, চাকু ইত্যাদি প্রদান করা হয়।

এছাড়া 'স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে শুঁটকি উৎপাদন ও বিপণন' বিষয়ক আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের জন্য মিঠামইন, অষ্টগ্রাম ও নিকলী উপজেলার ২০ জন অতিদরিদ্র সদস্যদের মাঝে শুঁটকি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমন- মটকা, মশারি, পলিথিন, মাস্ক, হাইজেনিক ক্যাপ, হ্যান্ড গ্লাভস, ছাতা, চাকু, অ্যাপ্রোন ইত্যাদি প্রদান করা হয়।

পাশাপাশি মাছ বিক্রয়ে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মিঠামইন, অষ্টগ্রাম ও নিকলী উপজেলার ০৩ জন অতিদরিদ্র সদস্যের মাঝে মাছ সংরক্ষণের জন্য ট্যাংক, ডিসপ্লে বক্স, আইস বক্স, কাটিং ডিভাইস, চপিং টেবিল, গ্লাবস, মাস্ক, ক্যাপ ইত্যাদি প্রদান করা হয়।

এছাড়াও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের আওতায় এ প্রান্তিকে মিঠামইন, অষ্টগ্রাম ও নিকলী উপজেলার ১২ জন সদস্যকে ১২টি বকনা গরু, গরুর খাদ্য তৈরির জন্য চিটা গুড়, ইফরিয়া প্রদান করা হয়। এর পাশাপাশি মাঁচা পদ্ধতিতে ছাগল/ ভেড়া পালন কার্যক্রম বাস্তবায়নে ০৮ জন অতিদরিদ্র সদস্যের মাঝে ১৮টি ছাগল ও ১০টি ভেড়া প্রদান করা হয় ।

পুষ্টি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের সদস্যদের মাঝে সবজির বীজ বিতরণ

'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের পুষ্টি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কম্পোনেন্টের আওতায় অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বসতবাড়িতে সবজি বাগান স্থাপনের জন্য এবং সেই বাগান থেকে যেন সারাবছর শাকসবজির চাষ চলমান রাখা যায় তার জন্য প্রতি মৌসুমেই প্রকল্পের আওতাভুক্ত সদস্যদের মাঝে মৌসুমভিত্তিক বীজ বিতরণ করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় প্রকল্প এলাকার ১৪টি ইউনিয়নের ২,১০০টি পরিবারের মাঝে রবি মৌসুমের আট ধরনের বীজ (পুষ্টি প্যাকেজ) যেমন-পালংশাক, লালশাক, মুলা, লাউ, মিষ্টিকুমড়া, ধুন্দল, শিম, বেগুন ইত্যাদি বীজ বিতরণ করা হয়।

প্রতিবন্ধী ফোরামের মাসিক সভা

'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের আওতায় নিকলী, মিঠামইন ও অস্টগ্রাম উপজেলার প্রতিবন্ধী ফোরামের মাসিক সভার আয়োজন করা হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, প্রতিবন্ধী ভাতা, আইজিএ, ক্ষুদ্র ব্যবসা, স্বাস্থ্যসেবা, বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ বিষয়ে সভায় তাদের সাথে আলোচনা করা হয়। প্রকল্পের কারণে প্রতিবন্ধীরা ব্যবসা করার সুযোগ পেয়ে নিজেদের উন্নতি করছে এবং পরিবারকে স্বাবলম্বী ও উন্নতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে। ভাতা পেয়ে আইজিএ বাস্তবায়ন করে প্রতিবন্ধী সদস্যরা বর্তমানে ভালো আছেন বলে জানান। সমাজে তাদের সম্মান ও গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছে। সভায় পিভিসি সদস্যসহ সংস্থার অন্যান্য কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের 'সিজি' গ্রুপ সক্রিয়করণ সভা

'পদক্ষেপ' এর 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের আওতায় নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম এই তিনটি উপজেলায় কমিউনিটি ক্লিনিক ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিজি) গ্রুপ সক্রিয়করণ সভার আয়োজন করা হয়। এতে কমিউনিটি ক্লিনিক ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের সাথে এক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় কর্মএলাকার অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী যেন প্রকল্পের সেবার আওতায় আসতে পারে এবং ঠিক মতো যেন সেবা পায় ও সেবার মান উন্নয়নে সকলের এক সাথে কাজ করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সভায় বয়স্ক, মা ও শিশু , প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যেন সেবা গ্রহণ করতে পারে সে সকলকে খেয়াল রাখার আহবান জানানো হয়। এ সময় কমিটি ও পিভিসির সদস্যবৃন্দ এবং 'পদক্ষেপ' এর কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের 'ডব্লিউডিএমসি' এর সভা

পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের আওতায় 'পদক্ষেপ' এর প্রকল্প এলাকা নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার ২৮টি ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি (ডব্লিউডিএমসি) এর সভার আয়োজন করা হয় । এতে ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গ্রাম পর্যায়ে কী ধরনের সহয়োগিতা ও পরামর্শ প্রদান করলে জনগণ নিরাপদে থাকতে পারবে, বন্যাকালিন সময়ে কী করণীয়, অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর পরিবার দুর্যোগ কালিন সময়ে তাদের নিজেদের রক্ষার ব্যবস্থাকরণ এবং কমিটিকে সক্রিয় রাখা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এ সময় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ওর্য়াড কমিটি ও পিভিসির সদস্য, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া সভায় প্রকল্পের সদস্যরা ওয়ার্ড কমিটিতে সদস্য হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন বলে জানানো হয়।

'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা

প্রকল্পের আওতায় অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর সদস্যদের দুর্যোগ ও জলবায়ু মোকাবেলার লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকা নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে 'ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির' সভার আয়োজন করা হয়। এতে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী তাদের সমস্যার কথা যেন কমিটিতে সহজে বলতে পারে সে জন্য কমিটির মধ্যে তাদেরকে অর্ন্তভুক্তি করা এবং কমিটির মধ্যমে তাদেরকে সহযোগিতা করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এ সময় ইউনিয়ন পরিষদের ও পিভিসি সদস্যসহ বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবন্ধিতা খাতে বাজেট বরাদ্দ বিষয়ক অ্যাডভোকেসি সভা

'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের আওতায় অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর সদস্যদের সেবার সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিবন্ধিতা খাতে বাজেট বরাদ্দ বিষয়ে নিকলী উপজেলার ১১টি ইউনিয়নে ইউনিয়ন পরিষদ সদসদের সাথে অ্যাডভোকেসি সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ইতিপূর্বে অতিদরিদ্র পরিবারকে সেবার আওতায় এনে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করেছে। সভায় ইউনিয়ন পরিষদের বাজেট থেকে প্রতিবন্ধীদের জন্য আলাদাভাবে খরচের ব্যাপারে সকলে আগ্রহ প্রকাশ করেন। সে অনুযায়ী প্রতিবন্ধীদের জন্য বাজেট বরাদ্দ করা হয়। সভায় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার, সচিব, গণ্যমান্য ব্যক্তি, পিভিসির সদস্যবৃন্দ এবং সংস্থার অন্যান্য কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের পথ নাটক দলের প্রশিক্ষণ

অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায়ের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে ন্যায্য, দারিদ্র্যমুক্ত ও সমৃদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় 'পদক্ষেপ' কমিউনিটি মবিলাইজেশন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় জনগণকে বিভিন্ন বিষয়ে জনসচেতনতা তৈরির কাজ ইতিমধ্যে শুরু করেছে। অতি দরিদ্র মানুষ, ইন্টারসেকশনাল গ্রুপের সমস্যাসহ কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষকে জীবিকায়ন, পুষ্টি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা, প্রতিবন্ধিতা, জেন্ডার, দুযোর্গ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু অভিযোজন বিষয়ক সুনির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে জনগণকে সচেতন করার উদ্দ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এরই আলোকে একটি পথনাটক দলের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রশিক্ষণে ৪০ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন নিকলী'র কামালপুরের 'জলজ থিয়েটার' দলের পরিচালক মোঃ মোবারক হোসেন সাদী। তিনি বিভিন্ন স্থানে পথনাটকের মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করবেন। কমিউনিটির আচারণ পরিবর্তনের জন্য বিনোদনের মাধ্যমে তথ্য প্রদান ও স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে নাটক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হবে। এতে কমিউনিটির মানুষদেরকে আচারণ পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এ সময়ে প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের 'আইজিএ' বিতরণ

সমাজের মুলধারার স্রোতের সাথে তাল মিলিয়ে নিজেদের সমাজে টিকিয়ে রাখার জন্য 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের আওতায় নিকলী উপজেলায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আইজিএ এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র ব্যবসার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। এরই ধারাবাহিকতায় কারপাশা প্রতিবন্ধী ফোরামের সদস্য রিমা আক্তারকে ক্ষুদ্র ব্যবসা করার জন্য ব্যবসার বিভিন্ন মালামাল বিতরণ করা হয়। এ সময় পিভিসির সদস্য, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও 'পদক্ষেপ' এর কর্মীবৃন্দের উপস্থিতিতে প্রতিবন্ধী ফোরামের সদস্যদের মাঝে ক্ষুদ্র ব্যবসার মালামাল বিতরণ করা হয়।

'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের অ্যাডভোকেসি সভা

'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের আওতায় অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর সদস্যদের সেবার সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপজেলার ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের সদস্যদের সাথে অ্যাডভোকেসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ইতিপূর্বে অতিদরিদ্র পরিবারকে সেবার আওতায় এনে বিভিন্ন সেবার সুযোগ প্রদান করে যাচ্ছে। এছাড়া সভায় আরও যে সমস্ত সেবাগুলো আছে সেগুলো প্রদানে তাদেরকে সুযোগ তৈরি করে ও আলাদা নজর রাখার ব্যবস্থা করার বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। সভায় স্বাস্থ্য পরিদর্শক, ডাক্তার, স্বাস্থ্য সহকারী, ইউপি সদস্য, পিভিসির সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সেপ্টেম্বর মাসে ৮৪ জনকে নিয়োগ দিয়েছে 'পদক্ষেপ'

সেপ্টেম্বর ২০২৪ মাসে 'পদক্ষেপ' এর প্রধান কার্যালয়ের অর্থ ও হিসাব বিভাগে সিনিয়র ম্যানেজার পদে ১ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে 'ইউপিএইচসিএসডিপি-২' প্রকল্পে নেত্রকোণা ও কক্সবাজারে ফ্যামিলি লার্নিং কোঅর্ডিনেটর পদে ১ জন, মেডিকেল অফিসার পদে ২ জন, কাউন্সেলর পদে ২ জন, রিসিপশনিস্ট পদে ১ জন, ল্যাব টেকনিশিয়ান পদে ১ জন, প্যারামেডিক পদে ২ জন, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ১ জন, ফিল্ড সুপারভাইজার পদে ১ জন, সার্ভিস প্রমোটর পদে ২ জন, ম্যাসেঞ্জার কাম সিকিউরিটি গার্ড পদে ২ জন, পিএইচসিসি ম্যানেজার/ফিজিশিয়ান পদে ১ জন, ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে ৪ জন, ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ভিজিটর পদে ১জন; হাওড় প্রকল্পে প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর পদে ১ জন; 'আরএমটিপি' প্রকল্পে প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা পদে ১ জন; ও ঢাকা দক্ষিণ জোনে অফিস সহকারী পদে ৩ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির বিভিন্ন জোনে সিএম-১/এবিএম (লোন) ও বিএম পদে ৫৭ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

সেপ্টেম্বর মাসে প্রশিক্ষণ পেয়েছে ৪০৭ জন

সেপ্টেম্বর ২০২৪ মাসে অভ্যন্তরীণভাবে 'পদক্ষেপ' এর ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির মাঠ পর্যায়ে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত কমিউনিটি ম্যানেজার পদে ১৮৭ জনকে 'বেসিক ওরিয়েন্টেশন'; ১৬৩ জন কমিউনিটি ম্যানেজারকে 'দলীয় গতিশীলতা, সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা' এবং মাঠ পর্যায়ে নিয়োগপ্রাপ্ত সহকারী ব্রাঞ্চ ম্যানেজার (হিসাব) ও প্রধান কার্যালয়ে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত ৫৩ জনকে 'হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়া বহিঃউৎস থেকে সহকারী পরিচালক পদে ২ জনকে 'Result Based Monitoring and Evaluation'; সিনিয়র ম্যানেজার পদে ১ জনকে 'Human Resource Management' এবং ম্যানেজার পদে ১ জনকে 'Accounting for Non Accounts' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সেপ্টেম্বর মাসে বিভিন্ন বিষয়ে সর্বমোট ৪০৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে কার্প-গলদা মিশ্র চাষ প্রযুক্তি ব্যবহার করে সুদিন ফিরেছে রূপাহাটির মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাসের

গোপালগঞ্জ জেলার রূপাহাটি গ্রামের বাসিন্দা মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস। ৫০ বছর বয়সী মৃত্যুঞ্জয় পারিবারিকভাবে মৎস্যজীবী, যিনি ছোট বেলা থেকেই নিজ পরিবারের কাছ থেকে মাছ চাষে পারদর্শী হয়ে ওঠেন। তবে শুরু থেকেই তিনি সনাতন পদ্ধতিতে মাছ চাষের ফলে আশানুরূপভাবে লাভবান হতে পারছিলেন না।

এর আগে 'পদক্ষেপ' এর ক্ষুদ্রঋণের সাথে সংযুক্ত থাকায় এবং সংস্থার কর্মীদের পরামর্শে ২০২২ সালে ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ফর এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট (ইফাদ) ও ড্যানিস ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (ড্যানিডা) এর অর্থায়নে, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় 'পদক্ষেপ' কর্তৃক বাস্তবায়িত 'রুরাল মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ট্রান্সফরমেশন প্রজেক্ট (আরএমটিপি) এর সাথে যুক্ত করা হয় মৃত্যুঞ্জয়কে। এই প্রকল্পের আওতায় তাকে উত্তম মৎস্য চাষের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি অনুদান সহায়তা হিসেবে ১ মন জি-৩ রুই মাছের পোনা ও একটি এরেটর মেশিন প্রদান করা হয়।

মৃত্যুঞ্জয় বলেন, "আগে পুকুর কীভাবে প্রস্তুত করতে হয়, পুকুরের আগাছা পরিষ্কার, ভাল জাতের পোনা বাছাইকরণ, পুকুরে নেট ব্যবহারসহ পুকুরের পাড় ও মাটি-পানি পরীক্ষা করার বিষয়ে কোন জ্ঞান ছিল না আমার। বাপ দাদার কাছ থেকে যতটুকু শিখেছি অই ভাবেই মাছ চাষ করতাম। কিন্তু 'আরএমটিপি' প্রকল্পের মাধ্যমে 'পদক্ষেপ' আমাকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয় এবং আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষের গুরুত্ব সম্পর্কে আমার জ্ঞান বৃদ্ধি পায়"। তিনি আরো বলেন, "পুকুরেও যে প্রযুক্তি ব্যবহার করার সুযোগ আছে সে বিষয়ে আগে কোন ধারণাই ছিলনা আমার। কিন্তু 'আরএমটিপি' প্রকল্পের মাধ্যমে আমি মৎস্য চাষে প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জন করি এবং সেই মোতাবেক পুকুর ও মাছের যত্ন নিতে এরেটর মেশিন ব্যবহার শুরু করি। ভগবানের কৃপায় আগের চেয়ে অনেক ভাল ফলাফল পাচ্ছি। যদিও পরিচর্যা বাবদ খরচ আগের চেয়ে একটু বেড়েছে তবে আশানুরূপ মাছ উৎপাদন হওয়ায় লাভের পরিমাণও আগের চেয়ে বেড়েছে"।

গত জুলাই মাসে নিজের ২৫০ শতক জমিতে মাছ ধরে ১.৫ লক্ষ টাকার দেশীয় মলা মাছ বিক্রি করেন মৃত্যুঞ্জয়। একই পুকুর থেকে ৬০ মন রুই মাছ বিক্রি করে আয় করেন প্রায় ৪ লক্ষ টাকা এবং চিংড়ি মাছ বাবদ বিক্রি করেন প্রায় ২.৫ লক্ষ টাকা। সে হিসেবে ৪ মাসে প্রায় ৮ লক্ষ টাকার মাছ বিক্রি করেন মৃত্যুঞ্জয়। খরচের হিসেব জানতে চাইলে তিনি বলেন, চিংড়ি ও রুই মাছ ক্রয় বাবদ প্রথম ভাগে প্রায় ১ লক্ষ টাকা খরচ হয়। পাশাপাশি পুকুর প্রস্তুতকরণ, চুন ও সার প্রয়োগ, ঔষধ ও আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ ব্যয় হয়েছে আরও ৫০ হাজার টাকা। এছাড়া মাছের খাবার বাবদ খরচ হয়েছে প্রায় ৩ লক্ষ টাকা। সব খরচ বাদ দিয়ে মৃত্যুঞ্জয়ের লাভ হয়েছে প্রায় ৩.৫ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের ভিসিএফ কৃষিবিদ মো. লেমন মিয়া জানান, "রূপাহাটি গ্রামের মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস দীর্ঘ দিন যাবৎ মাছ চাষ করে আসছেন। তিনি গত বছর থেকে 'আরএমটিপি' প্রকল্পের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় আধা-নিবিড় পদ্ধতিতে কার্প-গলদা মিশ্র চাষ শুরু করেন। তিনি এরেটর, প্রোবায়োটিক ও প্রিবায়োটিক ব্যবহার করে উপকার পেয়েছেন এবং রোগবালাই হয় নাই। এতে মাছের বৃদ্ধি ভালো ছিল। তাই তিনি মাছের বাজারদরও ভালো পেয়েছেন। পাশাপাশি তার দেখাদেখি দুইজন উদ্যোক্তা অনুপ্রাণিত হয়ে একই পদ্ধতিতে মাছ চাষ করছেন"।

উল্লেখ্য 'পদক্ষেপ' ২০২২ সাল থেকে গোপালগঞ্জ জেলার ৫টি উপজেলায় 'আরএমটিপি' প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের আওতায় উক্ত এলাকার ৯ হাজার মৎস্য চাষি জড়িত আছে। চাষিদের নিরাপদ মাছ চাষ ও উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রক্রিয়াজাত পণ্যের বাজার তৈরি, উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি, নারী ও যুবকদের নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রান্তিক চাষি ও মৎস্যজীবীদের খাবারের পুষ্টিমান বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে কাজ করে যাচ্ছে 'পদক্ষেপ'।

কর্মী কল্যাণ তহবিল, সিপিএফ ও অনুদান প্রদান সংক্রান্ত তথ্য

সেপ্টেম্বর'২৪	ফেরত প্রদান	সিপিএফ	৭৫ জন	৫৪,২০,৫০২/=
		কর্মী কল্যাণ তহবিল	৭৫ জন	৮,১৩,৬০০/=
	অনুদান প্রদান	কর্মী স্বেচ্ছা সঞ্চয় ও বীমা প্রোগ্রাম	২৬১ জন	২,২৯,৮৯,৪৬৫/=
		কর্মী কল্যাণ তহবিল	২৩ জন	৯,২২,৫৬৮/=

'পিআইডিএম' থেকে সেবা গ্রহণ সংক্রান্ত তথ্য

মাস	সংস্থার সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	মিটিং/পরীক্ষা/ওয়ার্কশপ সংখ্যা	ট্রেনিং সংখ্যা	পদক্ষেপ	অন্যান্য সংস্থা
সেপ্টেম্বর'২৪	২৩	১৬৮৬	৬	১১	৪৮৯	৩৫৪

'রেমিটেন্স' লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য

সুবিধাভোগী (সেপ্টেম্বর'২৪)	মোট অর্থ প্রদান (সেপ্টেম্বর'২৪)	সর্বমোট সুবিধাভোগী (২০০৯-২০২৪)	সর্বমোট অর্থ প্রদান (২০০৯-২০২৪)
১৮৬ জন	১১,১৪০,৫৯২.০৫/=	১,৬১,১৩৭ জন	৫,২১৪,১৬৮,৯২২.৫৭/=